Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 139-153
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎস হিসাবে ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার গুরুত্ব : শিক্ষাগত প্রেক্ষিতে অধ্যয়ন

রাজেশ খান
***গবেষক**, জুনিয়র রিসার্চ ফেলো (ইউজিসি), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
নবনীতা বর্মন
***গবেষক**, জুনিয়র রিসার্চ ফেলো (এন.এফ.এস.সি), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The folklore museum is one of the major teaching and educational agencies of the community as cultural heritage resources. It especially reflects the local or regional traditions, arts and culture. it is the perfect place to promote, educate and encourage awareness of our culture, arts and traditions. Folklore museum is the traditional and cultural study centre of our society. Moreover, it is the storehouse of various types of traditional, social and cultural objects of the different communities of society. In Indian context, folklore museums play a vital role to display the wealth and diversity of traditional cultural pattern of the different communities. In the view of folkloristics, folklore museum is regarded as institution of Passive Traditional Bearer (PTB). These museums also show the various aspects of the folklore and tribal lore of our society, which promotes our national integration and help visitors and researcher to acquire knowledge about cultural heritage. In the field of cultural studies, it is important to know about these matters. There are several folklore museums in India which has shown a wide range of traditional, cultural resources. In this paper, we have discussed the importance of folklore museums of India in the field of cultural study as cultural heritage resources through educational perspectives.

Key words: Folklore Museum, Cultural Study, Cultural Heritage Resources, Tradition.

০১. ভূমিকা : সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ামগুলি হল দেশ-জাতি-সংস্কৃতির দর্পণ। এখানে বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর বিচিত্র ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসহ বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য ঐতিহ্যমূলক নিদর্শনসমূহ প্রদর্শিত হয়। এদিক থেকে বিচার করলে সংগ্রহশালা হল মিশ্র সংস্কৃতির সংরক্ষণাগার, যা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও জনজাতিগোষ্ঠীর (Tribes group) পরিচায়ক চিহ্ন (Identity sign)। আমরা ছাত্র, গবেষক, জনসাধারণ বিভিন্ন সময় এই স্থানগুলি পরিদর্শনে যায়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শিত বিভিন্ন ঐতিহ্যমূলক নিদর্শনসমূহ আমাদের বিভিন্নভাবে জ্ঞানদান করে। বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আয়ুধ হিসাবে জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনসমূহ যে ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরে, তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষাদান করে। এদিক থেকে দেখলে সংগ্রহশালা হল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-চর্চার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-চর্চায় সংগ্রহশালা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই

প্রেক্ষিতে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় লোকজীবন (Folk life) ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালার কথা। এই ধরনের সংগ্রহশালাগুলি গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও জনজাতিগোষ্ঠীর পরিচায়ক চিহ্নগুলিকে কেন্দ্র করে। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতি, শিল্প এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রচার, সচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল সংগ্রহশালা। অপর দিকে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা (Folklore Museum) হল আমাদের সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-চর্চা কেন্দ্র (Traditional and Cultural Study Centre)। ভারতের মতো মিশ্র সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও জনজাতির সংস্কৃতি, শিল্প এবং ঐতিহ্যর বহুমাত্রিক রূপ তুলে ধরতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'পরোক্ষ ঐতিহ্যবাহক' (Passive Traditional Bearer) হিসাবেও এই প্রতিষ্ঠান কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে। লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনকেন্দ্রিক সংগ্রহশালা আমাদের সমাজের লোকসংস্কৃতি এবং আদিবাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রেক্ষিতকে তুলে ধরে, যা আমাদের জাতীয় সংহতি রক্ষায় এবং পরিদর্শনকারী ও গবেষকদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বোধান্বয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করে। 'সংস্কৃতিবিদ্যা' চর্চার প্রেক্ষিতে এই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনকেন্দ্রিক সংগ্রহশালার সংখ্যা নেহাতই কম নয়, যারা বহুবিধ ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক উপাদানকে তুলে ধরে। উদাহরণ হিসাবে ভারতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনকেন্দ্রিক সংগ্রহশালার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন — মাহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা, পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা, গুরুসদয় সংগ্রহশালা, কেরালা লোকসংস্কৃতি মিউজিয়াম প্রভৃতি। বর্তমান নিবন্ধে, সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎস হিসাবে ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার গুরুত্বকে শিক্ষাগত প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

০২. ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় (নির্বাচিত): লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা হল সংগ্রহশালারই একটি শ্রেণিগত ভাগ। লোকসংস্কৃতির সংগ্রহশালায় মূলত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি কিছু কিছু সংগ্রহশালায় বিভিন্ন জনজাতির দৈনিক জীবনাভ্যাসের নির্যাসকে উপস্থাপিত করা হয়। দৈনন্দিন জীবনে সাংস্কৃতিক অভ্যাসাদি নির্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতকেই মূলত ব্যবহার করেন লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার আয়োজকগণ; যার ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যাতিহাস পুনর্গঠিত হয়। ভারতে এমন কম-বেশি অনেক লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালা আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালা মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন — এক ধরনের লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা আছে যেখানে কেবলমাত্র লোকসংস্কৃতি বিষয়ক উপাদান থাকে, আর এক ধরনের সংগ্রহশালা আছে যেখানে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক উপাদান থাকে (মণ্ডল, ২০১০: ২০৮-২১৮)। আমরা আমাদের আলোচনায় দু'ধরনের সংগ্রহশালাকেই রেখেছি। যেমন :

- State Museum of Meghalaya
- Crafts Museum, New Delhi
- Folklore Museum, Dravidian University
- Folklore Museum, Kannada University
- Kerala Folklore Museum & Theatre, Cochin
- Folklore Museum, Bangalore
- Folklore Museum, University of Mysore
- Folklore Museum, University of Kalyani
- Gurusaday Museum, Kolkata প্রভৃতি।

উপরিউক্ত সংগ্রহশালাগুলি লোক ও আদিবাসীর বৈচিত্রময় সংস্কৃতি ও নানা ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে ধারণ করে আছে এবং এই কারণে তারা বেশ প্রসিদ্ধও — এমনটা বলা অসমুচীন হবে না। এই সংগ্রহশালাগুলি ইতিহাস ও সভ্যতার প্রতিটি ধাপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়। ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে প্রদর্শিত সাংস্কৃতিক ও প্রত্ন বিষয়ক উপাদানের বিষয় বৈচিত্র্যতা। এ বিষয়ে সাধারণ ধারণা দানের জন্য সংগ্রহশালাগুলির পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা দরকার। নিম্নে কয়েকটি সংগ্রহশালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হল:

২.ক মেঘালয়ের রাজ্য সংগ্রহশালা (State Museum of Meghalaya): 'State Museum of Meghalaya' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। এখন এই সংগ্রহশালা 'Williamson Sangma Museum' নামে পরিচিত। এটি অবস্থিত শিলং জেলার পূর্ব খাসি পাহাড়ে (East Khasi Hills District of Shillong)। রাজ্যস্তরীয় সরকারের 'Art and Culture Department' সংগ্রহশালার পরিচালনার ভার বহন করে। এই সংগ্রহশালা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। এই সংগ্রহশালার প্রধান প্রধান কার্যক্রম হল সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, প্রকাশন এবং অধ্যয়ন। সংগ্রহশালায় যে বিষয়গুলি প্রদর্শনের ওপর জোর দেওয়া হয় সেগুলি হল: 'Tribal Culture', 'History', 'Life style and traditions of the region', 'Ethnic handicrafts', 'Animals and plants', 'Archaeological objects' ইত্যাদি।

২.খ নতুন দিল্লির শিল্প সংগ্রহশালা (Crafts Museum, New Delhi) : All-India Handicrafts Board-র তত্ত্বাবধানে 'The Crafts Museum' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালে। এই মিউজিয়াম গড়ে তোলার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ঐতিহ্যাশ্রয়ী শিল্পরূপ ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা। কুড়ি হাজারেরও অধিক উপাদান সংগ্রহীত আছে এখানে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় প্রতিকল্প (Icons), 'Ritual Accessories', দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান (Items of Everyday Life), বিভিন্ন ধরনের কাঠের কাজ (Wood Carvings), মুখোশ (Masks), পুতুল (Puppets), লোক এবং আদিবাসী চিত্রকলা (Folk and Tribal Paintings), টেরাকোটার কাজ, ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় টেক্সটাইল ইত্যাদি। এছাড়া 'Research and Documentation'- কে আরোও ত্বরান্বিত করতে এরা বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে থাকেন।

২.গ দ্রাবিড়িয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতির সংগ্রহশালা (Folklore Museum, Dravidian University): দ্রাবিড়িয়ান বিশ্ববিদ্যালয়টি কুপ্পমে অবস্থিত (Kuppam)। এর লক্ষ্য দ্রাবিড়ীয় ভাষা-সংস্কৃতিকে বিদ্যায়তনিক স্তরে চর্চা করা। চারটি রাজ্যের সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখভাল বা নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে চারটি রাজ্যেরই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক বিভাগে পাঠদান দেওয়া হয়। সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রিক যে বিভাগ তার নাম হল- 'Dept. of Folklore & Tribal Studies'। এখানে 'Folk Museum' নামে একটি সংগ্রহশালা আছে। এছাড়াও একটি মুক্তমঞ্চ আছে যেখানে প্রত্যহ লোকঅভিকরণ শিল্প আঙ্গিক প্রদর্শিত হয়। এখানে মুক্তক্ষেত্রে (Open Place) প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। এই অঞ্চলটি পাথর শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। সংগ্রহ-সংরক্ষণে প্রস্তর নির্মিত ভাস্কর্যের অবদান অনস্বীকার্য। দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ করে গৃহে বা গ্রামজীবনে ব্যবহৃত যে উপকরণ, উপাদান (ঝুড়ি, মাটির কলসি, মাটির হাড়ি ইত্যাদি) সংগৃহীত আছে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও আছে। বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর মূর্তিও লক্ষ্য করা যায়।

২.ঘ কন্নড় বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা (Kannada University Folklore Museum): কন্নড় বিশ্ববিদ্যালয়ের (Hampi) 'Archaeological and Folklore Museum'-এ পাঁচশ'র উপরে পুরাতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক উপাদান সংগৃহীত আছে। এই বিভাগ এগুলি সংগ্রহ করার পাশাপাশি গ্রাম-গ্রামান্তরে

ক্ষেত্রসমীক্ষার আয়োজন করে এবং প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ ডক্যুমেন্টেশন করে। সংগৃহীত উপাদানসমূহ মোট পাঁচটি গ্যালারিতে বিন্যাস করা আছে। কোন গ্যালারিতে কোন ধরনের নিদর্শন আছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

Gallery l: Archaeological and tribal objects.
Gallery 2: Modern paintings.
Gallery 3: Photographs of eminent scholars on Kannada sahitya, Dramatists and musicians etc.
Gallery 4: Coloured photographs of select Karnataka monuments and inscriptions.
Gallery 5: Folklore objects.

লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের আলোচনায় মূলত 'Archaeological and Tribal objects' ও 'Folklore objects'-গুলি বিশেষভাবে আমাদের আলোচনায় চলে আসে।

২.ঙ কেরালা ফোকলোর মিউজিয়াম ও থিয়েটার: দক্ষিণ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পর্যটক ও জ্ঞানানুসন্ধানীদের সামনে তুলে ধরতে কেরালা সংগ্রহশালা পরিবর্তনশীল বিশ্বে অনন্য সংযোজন। কেরালা দক্ষিণ ভারতের অন্যতম রাজ্য। এই রাজ্যের কোচিনে সংগ্রহশালাটি অবস্থিত। রাজ্যটি সাংস্কৃতিক দিক থেকে ঐতিহ্যময় ও সমৃদ্ধশালী। রাজ্যবাসীর মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। অবস্থানগত দিক থেকে এদের ঐতিহ্যগত বৈচিত্র্যতা রয়েছে, যা সময় সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল; যদিও অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা কম। এই সমস্ত লোকায়ত ঐতিহ্যাশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপাদানকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শনের কারণেই কেরালা সংগ্রহশালার প্রতিস্থাপন। এই সংগহশালার আর একটা বিশেষত্বের দিক হল এখানে সংগহশালায় একটি থিয়েটার কক্ষ রয়েছে। এখানে ত্রিশ বছর ধরে চল্লিশ হাজারেরও বেশি প্রাচীন শিল্পকলা (Ethnic Art) আঙ্গিক সংগৃহীত আছে। এই সংগ্রহশালার অন্যতম লক্ষ্য হল কেরালার জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী চিত্রশৈলীকে সংগ্রহ, পাশাপাশি আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে নিজেদের পূর্বপুরুষের গৌরবময় দিকগুলিকে তুলে ধরা; যাতে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের ঐতিহ্যগরিমা সম্মন্ধে সচেতন থাকে।

২.চ গুরুসদয় মিউজিয়াম, জোকা, কলকাতা : গুরুসদয় সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা বাংলার 'ব্রতচারী সমিতি'। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে এটি একটি চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন হস্তশিল্প বিভাগ এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে। গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালা পরিচালনে মূলত বাংলার তিনটি দেশজ আঙ্গিকের ওপর বেশি নজর দেওয়া হয়। সেগুলি হল: লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য ও লোকশিল্প। এই কার্যপ্রণালী মূলত প্রথম পর্বের কর্মপ্রয়াস। পরবর্তী পর্যায়ে এই ধারার পরিবর্তন ঘটে। গুরুসদয় দত্তের মূল লক্ষ্য ছিল দেশজ সংস্কৃতির আত্মগরিমা-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশবাসীর মধ্যে স্বাদেশিকতাবোধ জাগ্রত করা। গুরুসদয় সংগ্রহশালায় মূলত লোকশিল্প আঙ্গিক প্রদর্শিত হত। এছাড়া বেশ কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও লক্ষ্য করা যায়। সংগ্রহশালায় প্রায় পাঁচশটি পুরাতাত্ত্বিক উপাদান রয়েছে। লোকশিল্পের মধ্যে বলতে হয় দারুতক্ষণ শিল্প, দশাবতার তাস, নকশি কাঁথা, বিভিন্ন ধরনের মুখোশ, বিভিন্ন ধরনের পটচিত্র, মাটির অলংকার, ধাতু শিল্প ইত্যাদি উপাদানের কথা উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া সংগ্রহশালা ও সংগ্রহশালার বিভিন্ন উপাদান নির্ভর বেশ কয়েকটি প্রকাশনা রয়েছে। যেমন বিভিন্ন ছবি সমন্বিত পোষ্টকার্ড, এ্যালবাম, বুকলেট প্রভৃতি। 'বাংলার লোকসংস্কৃতিতে নারী' নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশ পেয়েছে এখান থেকে। এই সংগ্রহশালা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের উপাদান প্রদর্শনের আয়োজন করে থাকে। পাশাপাশি সংগহশালাটি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা সভা ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

২.ছ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতির সংগ্রহশালা (Folklore Museum, University of Kalyani): সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগে গড়ে উঠেছে একটি লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার বিভিন্ন উপাদানকে চাক্ষুশভাবে বুঝে নেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিষ্ঠান এটি। তাই এখানে শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বা অন্যান্য কারণে গবেষক, ছাত্রদের আসতে দেখা যায়। মূলত লোকজীবনের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত উপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করায় হল এই সংগ্রহশালার প্রধান উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলি মূলত বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রদের দ্বারা সংগ্রহীত। বিভাগের পক্ষ্য থেকে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে যে ক্ষেত্রসমীক্ষা সংঘটিত হয় সেখান থেকে মূলত এগুলি সংগ্রহ করা। কেউ কেউ নিজের আগ্রহে সংগ্রহশালায় উপাদান দান করেছেন। সংগ্রহশালায় আদিবাসী ও লোকনৃত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের মুখোশ সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া শোলা শিল্পের সামগ্রী, ধাতু শিল্প, বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী, মৃৎশিল্পের মধ্যে বিশেষ করে টেরাকোটার বিভিন্ন সামগ্রীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়। এখানে মোট ছাব্বিশটি ইউনিতে উপাদানগুলি সুসজ্জিত রয়েছে। প্রত্যেক ইউনিট আবার কয়েকটি তাক (**Shelves**) আছে। সেখানেই বিষয় অনুযায়ী পৃথক পৃথক উপাদান সাজানো আছে।

০৩. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক্ষেত্র (Cultural Heritage Recourse Center) হিসাবে মিউজিয়াম: সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য (Cultural Heritage) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ এটি আমাদের পরিচয়গত অনুভূতি (Sense of Identity) ও আমাদের আচরণগত কাঠামোকে ব্যপকভাবে প্রভাবিত করে। আঞ্চলিক বা স্থানীয় সংস্কৃতি-নির্ভর অধ্যয়নে সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যচর্চা (Study of Cultural Heritage) সাংস্কৃতিক স্বরকে (Cultural Voice) তুলে ধরে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি (Art-Literature-Cultural Resourcecs Centre) কখনো কখনো দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাসকে ধারণ করে থাকে। সংগ্রহশালাও এমনই একটি সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য ক্ষেত্রের বিষয়গত পরিধিতে পড়ে। সে কারণে সংগ্রহশালাগুলি যথাযথ প্রদর্শনার মাধ্যমে বিভিন্ন উপদানকে মানুষ-জনের কাছে তুলে ধরে এবং সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যসমূহ প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতার কাজ সম্পূর্ণ করে। এর মাধ্যমে যেমন জনগণের কাছে উপাদান সমূহের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা জানান দেওয়া যায়, তেমনি শিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমেও এগুলি সাহায্য করে থাকে।

সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎসক্ষেত্র বলতে আমরা বুঝি - কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর (Cultural Heritage) নির্যাসকে সুকৌশলে যথাযথ ও সাবলীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে একটা নির্দিষ্ট স্থানে মানব সমাজের সামনে তুলে ধরাকে। বলাবাহুল্য- 'Cultural Heritage Recourse Centre' বা CHRC-র ব্যবস্থাপনা কৌশল হল CHRC-তে প্রদর্শিত উপাদান সমূহের সঠিক ইতিহাস ও গুরুত্বকে জনসমাজের দৃষ্টিগোচর করা এবং তার বৌদ্ধিক ক্ষেত্রকে যথাযথ ব্যবহার উপযোগী করে তোলা। সুতরাং আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে সংগ্রহশালাগুলি যখন CHRC-র ভূমিকা গ্রহণ করে, তখন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপাদান সমূহকে যথাযথ, সাবলিলভাবে অত্যন্ত কার্যকারণ সূত্রে জনসমাজের সামনে প্রদর্শন করতে হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে সংগ্রহশালার সংগঠকগণ বিভিন্ন উপাদানকে নিম্নলিখিত ভাবে তুলে ধরতে পারেন :

১. সংগ্রহশালায় বা সংগ্রহশালা অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের প্রদর্শন ও উপস্থাপন কৌশল (Representation and Display of Cultural Elements inside the Museum) এবং

২. সংগ্রহশালার বাইরে সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের প্রদর্শন ও উপস্থাপন কৌশল (Representation and Display of Cultural Elements outside the Museum) ।

এবারে এই বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া যাক।

৩.১ সংগ্রহশালার মধ্যস্ত সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের প্রদর্শন ও উপস্থাপন কৌশল :

ক. প্রদর্শনী (Exhibitation)
খ. মুদ্রিত তথ্য (Printed Information)
গ. নির্দেশিকা বা সাইন বোর্ড (Signage)
ঘ. ভিডিও টেপ উপস্থাপনা (Video Tape Presentation)
ঙ. শব্দ ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী (Sound and Light Presentation)
চ. গাইড (Guide)
ছ. দৃশ্যমান উপস্থাপনা (Visual Presentation)
জ. বিবিধ।

৩.২ সংগ্রহশালার বাইরে সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের প্রদর্শন বা উপস্থাপন কৌশল:

ক. ডক্যুমেন্টারি (Documentary)
খ. ওয়েবসাইট (Website)
গ. প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম (Print and electronic Mass Media)
ঘ. বিবিধ

সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের প্রদর্শন ও উপস্থাপন বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

০৪. সংস্কৃতি অধ্যয়নের ক্ষেত্র হিসাবে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার বিবিধ ভূমিকা: ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল সংগ্রহশালা। প্রত্ন ও নৃতাত্ত্বিক উপাদান সমূহ সংগ্রহশালা তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক্ষেত্রে (Cultural Resources Centre) নতুন কাঠামোয় অর্থ নির্মাণ করে, বহুবিধ ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতিচর্চায় শিক্ষামূলক বহুকৌণিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষ সংগ্রহশালার সঙ্গে যত বেশি সংযোগ সম্পর্ক গড়ে তুলবে, তাতে মানুষ তথা সমাজ বেশি করে উপকৃত হবে। কারণ, মানবিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে পরিপুষ্টি জোগায় সংগ্রহশালা। মানবসভ্যতার ইতিহাস ধারণে এর কোন বিকল্প নেই। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি; সংগ্রহশালার অন্যতম কাজ হল শিক্ষামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানদান করা। তাই সংগ্রহশালাকে সব সময় বিবিধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মনোগ্রাহী বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ ও প্রদর্শনের কথা ভাবতে হয়। একারণে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন উদ্যোগে প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্পকলা সংগ্রহশালার পাশাপাশি ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, যানবাহন, সমকালীন শিল্প, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

'মিউজিয়াম' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে সংগ্রহশালা ও শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকটি উত্থাপিত হবে। ইংরেজি 'Museum' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Movoeiov' থেকে। এর পারিভাষিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- 'temple of the muses' অর্থাৎ কলা (Arts) ও বিজ্ঞানের (Science) সংরক্ষণকারী দেব-দেবীদের মন্দির। ধারাবাহিক কালক্রমিক (Diachronic) ইতিহাসের পথ বেয়ে এখন তা ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক বিভিন্ন উপাদানের সংরক্ষণাগার। যেখান থেকে মানব সমাজ বুদ্ধিবৃত্তি ও রসবৃত্তি দুই-র চাহিদা পূরণ করে আসছে। কালোত্তরে দর্শকদের নান্দনিক অভিজ্ঞতার চাহিদাবৃত্তির পথ পেরিয়ে সংগ্রহশালাগুলি শিক্ষামূলক ক্ষেত্র হিসাবে অধিক পরিচিতি লাভ করে। কেবলমাত্র মানুষের নান্দনিক অভিজ্ঞতা পূরণ করে সমাজে বেচেঁ থাকার সজীবতা হারাতে থাকে সংগ্রহশালাগুলি। পাশাপাশি সংগ্রহশালার সংগঠকগণ যদি শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কোর্সের ব্যবস্থা করে; তাতে করে নব উদ্যোমে সংগ্রহশালাগুলি সজীবতা পেতে পারে।
লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালায় বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনার অবকাশ রয়েছে। আমরা এ প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালার বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করতে পারি (মণ্ডল, ২০১০: ২০৮-২১৮):

"লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার দ্বারা নানান কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তির মাধ্যমে তার বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশিত হয়। কর্মকাণ্ডগুলি পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ:

১. লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ
২. লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ
৩. লোকসংস্কৃতির নিদর্শন প্রদর্শন
৪. লোকসংস্কৃতির বিষয়ক গ্রন্থাগার স্থাপন
৫. দলিল-দস্তাবেজ গচ্ছিত রাখার কেন্দ্র স্থাপন
৬. গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মসূচি
৭. প্রদর্শনীর আয়োজন
   ক. দেশে প্রদর্শনী
   খ. বিদেশে প্রদর্শনী
৮. আলোচনাচক্র, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ শিবির ইত্যাদির আয়োজন
৯. লোকজমেলা ও উৎসবের আয়োজন
১০. সংগ্রহশালায় অবস্থিত মুক্তমঞ্চে লোকশিল্পীদের দ্বারা নিয়মিত লোক অভিকরণশিল্প আঙ্গিকের অভিকরণের ব্যবস্থা
১১. লোকসংস্কৃতি নিদর্শন, স্মরণিকা, প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন
১২. মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির নিদর্শন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শন

১৩. মোবাইল গবেষণার আঞ্চলিক সংগ্রহশালাগুলির উপাদান সংরক্ষণ সহায়তা করার জন্য ব্যবস্থা রাখা। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে তার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ ধরনের প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ সমূহ নিম্নরূপ:

১. গ্যালারি, গবেষণাগার ও দপ্তরের জন্য ভবন নির্মাণ
২. অঞ্চলভিত্তিক কৃত্তিম গ্রাম নির্মাণ
৩. লোকচারু ও লোককারুশিল্প গ্রাম নির্মাণ
৪. লোকচারু ও কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ
৫. গ্রন্থাগারের জন্য ভবন নির্মাণ
৬. বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য ভবন নির্মাণ
৭. স্থায়ী কর্মশালা কেন্দ্র নির্মাণ
৮. সম্মেলন কক্ষ নির্মাণ
৯. অডিটোরিয়াম নির্মাণ
১০. মুক্তমঞ্চ নির্মাণ
১১. গেষ্ট হাউস নির্মাণ
১২. গোডাউন নির্মাণ
১৩. কার পার্কিং এর জন্য পেভমেন্ট নির্মাণ
১৪. অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ
১৫. মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠানাদির জন্য স্থায়ী প্রাঙ্গণ নির্মাণ
১৬. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
১৭. আন্তর্জাতিক কেন্দ্র নির্মাণ
১৮. অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা
১৯. গার্ডরুম নির্মাণ

২০. স্থানীয় অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক জীবন্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি।

বলাবাহুল্য সংগ্রহশালার এই সামগ্রিক কার্যক্রমের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে, প্রায় প্রত্যেক পর্যায়ের সাথে যুক্ত রয়েছে সামাজিক কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা। যার মধ্যে বিশেষ করে বলতে হয় শিক্ষামূলক প্রসঙ্গের কথা। উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং মানবসমাজের ব্যবহার্থে গৃহীত সামগ্রিক কার্যবিধির সঙ্গে বিদ্যামূলক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞাপন প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে। সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত বিভিন্ন উপাদানসমূহ, জাতীয় বা দেশীয় ঐতিহ্যের চিহ্নায়ক (Identity) হিসেবে কিভাবে শিক্ষা বা জ্ঞান উৎপাদনের সহায়ক উপকরণ হিসাবে কাজ করে, তা লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহশালার কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে আলোকপাত করা হবে।

৪.১ সংগ্রহ (Collection): সংগ্রহশালায় কী ধরনের উপাদান সংগৃহীত হবে তা নির্দিষ্ট হয় ঐ সংগ্রহশালার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, অঞ্চলগত চাহিদার ওপর। আর একারণেই বিভিন্ন সংগ্রহশালায় বৈচিত্র্যময়ী উপাদানের সন্নিবেশ ঘটে। লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনকেন্দ্রিক সংগ্রহশালায় ঐতিহ্যবাহী লোকউপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ থাকে। ঐতিহ্যবাহী লোকউপাদানের মধ্যে বিশেষ করে বলতে হয় বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত লোকসংস্কৃতির উপাদান, দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক উপাদান, লোকশিল্প আঙ্গিক প্রভৃতি। জনসমাজ কতটা উপকৃত হবে বা পরিষেবা পাবে তা নির্ভর করে সংগৃহীত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে। সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত উপাদানে লুক্কায়িত থাকে দেশ কালগত পরিচয়, যা সংশ্লিষ্ট জনজাতি সমূহের পরিচায়ক (Identity) - যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।
বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিদর্শন সমূহে পরিবৃত্ত থাকে ইতিহাস, পুরাকথা, লোককথা, লোকশ্রুতি, আর্থ-সামাজিক-অর্থনৈতিক-ইতিহাস-ভূগোলগত প্রেক্ষিত। উপাদানগুলিকে প্রোথিত উক্ত প্রেক্ষিত বা বিভিন্ন অর্থের দ্যোতনা সংগ্রহশালায় বা সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যক্ষেত্রে ঐ উপাদানসমূহকে সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও সুসজ্জিত করে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তী সময়ে ঐ সুসজ্জিত ও বিন্যাসিত উপাদান সমূহই দর্শনার্থীদের (Audience) বিভিন্নভাবে রসাস্বাদন ঘটায়।

সংগ্রহশালার মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ-পরিমণ্ডলকে তুলে ধরা এবং তা অবশ্যই মানুষের কাছে। এ কারণেই সংগ্রহশালার প্রথম কাজই হল উপাদান সংগ্রহ করা। ধারাবাহিক ও কালিক প্রেক্ষিতে এই সকল সংগ্রহের দ্বারা দর্শকগণ মানব ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ পায়। ফলে স্বজাত ঐতিহ্য গরিমা সম্পর্কে জনসমাজ সচেতন হয়। জ্ঞান বলয়েরও পরিবৃদ্ধি ঘটে।

৪.২ গবেষণা ও অধ্যয়ন কর্মে সহযোগী হিসাবে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার ভূমিকা : একজন গবেষক সংগ্রহশালার মাধ্যমে তার গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পেয়ে থাকেন। কিছু কিছু সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারের পরিপূরকের ভূমিকা পালন করে। সংগ্রহশালা প্রাপ্ত তথ্য প্রামাণ্য সহযোগী তথ্য হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে সংগ্রহশালাগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংযুক্তিকরণের ফলে গবেষকরা গুরুত্বপূর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির সরবরাহ পায়, যা গবেষণাকর্মে সাহায্য করে। দক্ষ গাইড বা কিউরেটরের উপস্থিতি সংগ্রহশালার গুণধর্মীতা বাড়ানোর পাশাপাশি তারা সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত উপাদান সমূহ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য দান করে গবেষকদের সহযোগিতা করে থাকেন। সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত উপাদান সমূহ যেমন একদিকে গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তেমনি সেই উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যাকৃত বিভিন্ন তথ্যাদি এবং সংগ্রহশালায় প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, 'লিফলেট', গবেষণা পত্রিকা প্রভৃতি গবেষণাকর্মে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

৪.৩ জ্ঞাপন মাধ্যম (Museum as Communication Media) হিসেবে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার ভূমিকা: জ্ঞাপন বা যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া। সেই সাথে যোগাযোগ, মানবিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াও বটে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে অহরহ সমাজের সঙ্গে এক ধরনের জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত। আমরা জানি জ্ঞাপন বিভিন্নভাবে সাধিত হয়ে থাকে। সংগ্রহশালাও আমাদের তথা সমাজের সঙ্গে একধরনের জ্ঞাপন

সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। বিভিন্ন সংগ্রাহক স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বজাত সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধে জড়িয়ে সংগ্রহশালায় বিভিন্ন সব সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া মিশ্র সংস্কৃতির অধিকারী জনজাতিদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগ্রহশালাগুলি বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে আসছে। স্থানীয় এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যতিক্রমধর্মী সামাজিক সংগঠন হিসেবে সংগ্রহশালা সুপরিচিত। সেই সাথে সংগ্রহশালার সঙ্গে নব প্রজন্মের সম্পর্কসূত্র আমাদের দেশ, দেশের ইতিহাস, আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জনসম্মুখে তুলে ধরছে। (হক, ২০০৭: ২৭-৩৪)

৪.৩.১ সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যাশ্রয়ী উপাদানের প্রদর্শন ও উপস্থাপন (Presentation) মাধ্যম ও শিক্ষাগত প্রসঙ্গ : আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সংগ্রহশালার সংগঠকগণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপাদানকে দ্বিবিধভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। যথা—

১. সংগ্রহশালায় বা সংগ্রহশালা অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের প্রদর্শন ও উপস্থাপন কৌশল (Representation and Display of Cultural Elements inside the Museum) এবং

২. সংগ্রহশালার বাইরে সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের প্রদর্শন ও উপস্থাপন কৌশল (Representation and Display of Cultural Elements outside the Museum।

এবার এই বিষয়ে আলোকপাত করা যাক।

৪.৩.১.১ সংগ্রহশালার মধ্যে সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের উপস্থাপন কৌশল : সংগ্রহশালার মধ্যে সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহকে প্রদর্শনী (Exhibitation), মুদ্রিত তথ্য (Printed Information), নির্দেশিকা বা সাইন বোর্ড (Signage), ভিডিও টেপ উপস্থাপনা (Video Tape Presentation), শব্দ ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী (Sound and Light Presentation), গাইড (Guide), দৃশ্যমান উপস্থাপনা (Visual Presentation) ইত্যাদি মাধ্যমে উপস্থাপন ও প্রদর্শন করা যায়। আমরা এবার সংক্ষেপে ঐ বিষয় গুলির দিকে নজর দেবো।

ক. মুদ্রিত তথ্য (Printed Information) : সংগ্রহশালাগুলির সারবত্তা লুকিয়ে থাকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী উপাদান সম্পর্কীয় প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, ইশতিহার (Handbill), প্রচারপত্র (Leaflet), পুস্তিকা, ভ্রমন নির্দেশনাকারী গ্রন্থ (Tourist Guide Book), সংগ্রহশালা সংক্রান্ত ছবি সম্বলিত স্মারক গ্রন্থ ইত্যাদি রচনা সমূহে। আমরা জানি সংগ্রহশালার নিদর্শনগুলি একই সাথে দ্বিবিধ ভূমিকা পালন করে। যথা : ১. বিনোদন ও নান্দনিক অভিজ্ঞতা পূরণ এবং ২. জ্ঞানচর্চার উপাধার হিসেবে। বলাবাহুল্য জ্ঞানচর্চার উপাধার হিসেবে উপাদান সমূহের বর্ণিতব্য আধারগুলির (সংগ্রহশালা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ পুস্তকাদি) ভূমিকা অসামান্য। এগুলির মাধ্যমে খুব সহজভাবে ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভবপর।

খ. নির্দেশিকা বা সাইন বোর্ড (Signage) : নির্দেশিকা বা সাইনবোর্ডে ঐতিহ্য উপাদানের সংক্ষিপ্ত, মনোগ্রাহী বর্ণনা প্রদান করা থাকে। এর মাধ্যমে ভোক্তা খুব কম সময়ে ঐতিহ্যাশ্রয়ী উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান ধারণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংগ্রহশালা সংগঠকদের কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতার আশ্রয় নিতে হয়। যথা :

১. নির্দেশিকার ভাষা হতে হবে সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত।

২. এটি যেন খুব সহজে দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়।

৩. সাইনবোর্ড প্রদর্শন ক্ষেত্র যেন কোন কারণেই দৃশ্যমান উপাদানকে বাধাগ্রস্থ না করে।

গ. সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ প্রদর্শনে (Exhibitation) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন : জনসাধারণের চাহিদাগত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সংগ্রহশালা কেবলমাত্র ঐতিহ্য উপাদানের প্রদর্শন করেই স্থির থাকেনি, সংগ্রহশালা উক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের দিকে যথাযথ নজর রাখার পাশাপাশি আয়োজন করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এগুলি কখনো কখনো হয় সংগ্রহশালার সময়সূচী মেনে (সিডিউল)। আবার কখনো কখনো সংগ্রহশালা শিক্ষা বিভাগে

সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে এগুলির আয়োজন করে থাকে। প্রধান উদ্দেশ্যই হল সংগ্রহশালায় আগত দর্শকদের যথাযথ সহায়তা প্রদান। এই কারণেই সংগ্রহশালা জনসাধারণদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যথা :

১. বক্তৃতামালা
২. ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য তথ্যচিত্র প্রদর্শন
৩. বিভিন্ন অভিকরণমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন। যেমন- লোকনাট্য, লোকসংগীত ইত্যাদি।

এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃতি অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা কর্মশালার আয়োজন, বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যবহার করে অনুষ্ঠানসূচীর আয়তন সীমা বাড়ানো যেতেই পারে।

ঘ. গাইডের (Guide) ভূমিকা : একজন সংগ্রহশালা গাইডের নানা ধরনের প্রত্যক্ষ কার্যাবলী সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যক্ষেত্রের সফলতা ও পরিচিতি দানে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। একজন দক্ষ গাইডকে সংগ্রহশালার সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য পরিমণ্ডল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা সম্পন্ন সংগ্রহশালা গাইড গড়ে তুলতে হবে। কেননা যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বা বিদ্যাকেন্দ্রের কোন শিক্ষকের তুলনায় তাঁদের ভূমিকা ও গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বা বিদ্যাকেন্দ্রের শিক্ষকের ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে গাইডকে সংগ্রহশালার শিক্ষক বলে উল্লেখ করেন। সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে গাইডের যথাযথ নির্দেশনা উক্ত উপাদান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানদানে সমর্থ। একজন নম্র-ভদ্র-প্রশিক্ষিত সমাজ সচেতন গাইড, সংগ্রহশালা ও সংগ্রহশালা সংশ্লিষ্ট এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যগত-প্রাকৃতিক উপাদান সমূহের প্রচারণার মাধ্যমে দর্শকদের যথার্থ জ্ঞান দান করতে পারেন।

ঙ. অডিও ভিডিও উপস্থাপনা (Audio Video Presentation) : জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপিত অডিও বা ভিডিও দেখে সগ্রহশালার দর্শকরা ঐ বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতি পেতে পারেন। সংগ্রহশালায় প্রবেশ মুহূর্তেই যদি ভিডিও বা অডিওর মাধ্যমে সংগ্রহশালা সম্পর্কে প্রত্ন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপাদানের ওপর কোন ডক্যুমেন্টারি উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা দর্শক মনে কৌতুহলের জন্ম দেবে। নিত্য-নতুন চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা থাকলে সেগুলো পুনরায় মনে করতে পারবে, যা তাদের মাঝে এক ধরনের তাড়নার সৃষ্টি করবে। তাই সে লক্ষ্যে সগ্রহশালার সংগঠকগণ বিভিন্ন মনোগ্রাহী ও উদ্দীপনামূলক ভিডিও বা অডিও উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এতে করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে স্বল্প পরিসরে খুব সহজেই জ্ঞান পিপাসুদের কাছে পরিবেশন করা যায়।

চ. দৃশ্যমান উপস্থাপনা (Visual Presentation): ভাষা যেখানে থেমে যায়, ছবি সেখানে কথা বলে। ছবি (Photograph) কণ্ঠহীন হলেও অনেক লুক্কায়িত (Hidden) কণ্ঠকে প্রকাশ করে। লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান চর্চায় (Folkloristics) ছবি (Photograph) তথা দৃশ্যমান উপস্থাপনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সংগ্রহশালার উপস্থাপনার কাজে দৃশ্যমান উপস্থাপনা (Visual Presentation) সমাজ-সংস্কৃতির দৃশ্যমান ইতিহাস (Visual History) রচনা করে। সংগ্রহশালার সীমাবদ্ধ স্থানে (Limitation of place) এবং অন্যান্য কারণে অনেক সময় প্রদর্শিত উপাদানের সমগ্র দিক (Holistic View) তুলে ধরা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে কোনও প্রদর্শনের (Presentation) ক্ষেত্রে কনটেক্সটকে তুলে ধরা বেশ কষ্টকর (Difficult)। এক্ষেত্রে দৃশ্যমান প্রদর্শনে (Visual Presentation) Contextual Photograph-র মাধ্যমে দর্শকের কাছে খুব সহজে পৌঁছানো সম্ভব হয়। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন রেখাচিত্র, ম্যাপ, চার্ট, আলোকচিত্র প্রদর্শিত উপাদান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে এবং সেই উপাদানের ব্যাখ্যা দান করে। দৃশ্যমান প্রদর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এক সাথে অনেক জনের কাছে তথ্য পৌঁছানো। যাই হোক এটা বলা যায় যে সগ্রহশালায় ঐতিহ্যগত উপাদান দৃশ্যমান উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। দর্শক নানাভাবে লাভবান হতে পারেন এই ধরনের প্রদর্শনে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় –

যখন কোন দর্শক কোনও প্রত্ন উপাদানের Visual Presentation দেখে, তখন তা কেবল একটা ছবি থাকে না, সেই ছবি Visual Text ও মিডিয়া (Media) হিসাবে বিশ্লেষিত হয়। তাই সংগ্রহশালার দৃশ্যমান উপস্থাপনা বর্তমান সময়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ (Effective) এবং হৃদয়গ্রাহী।

৪.৩.১.২ সংগ্রহশালার বাইরে সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের প্রদর্শনা বা উপস্থাপন কৌশল : সংগ্রহশালার বাইরে সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহকে ডক্যুমেন্টারি (Documentary), ওয়েবসাইট (Website), প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম (Print and electronic Mass Media) ইত্যাদি মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। অনেক সময় দর্শক এই মাধ্যমগুলির মাধ্যমে সংগ্রহশালা সম্পর্কে প্রাথমিক খোঁজ-খবর নিয়ে সেই স্থান পরিদর্শনে যায়। সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত উপাদান, তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, যাতায়াত মাধ্যম, সংগ্রহশালার নানাবিধ পরিষেবা বিবিধ বিষয়ে খবরা-খবর পেয়ে যায় সংগ্রহশালায় প্রবেশ করার পূর্বেই। আমরা সংক্ষেপে এই বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করবো।

ক. ডক্যুমেন্টারি (Documentary): বিভিন্ন সংগ্রহশালা ডক্যুমেন্টারি তৈরি করে তাদের পরিচিত খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে ওয়েবসাইট বা বিভিন্ন যান্ত্রিক ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার করে। এই ধরনের ডক্যুমেন্টারি খুব মনোগ্রাহী হয়। আয়তন খুব সংক্ষিপ্ত হয়, দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে। মূলত সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত বিভিন্ন উপাদানের একঝলক, সংগ্রহশালার অবস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা, সংগ্রহশালা প্রদত্ত সুবিধা এবং সংগ্রহশালা সংশ্লিষ্ট নানাবিধ উপাদানকে ছোট্ট পরিসরে একটি দশ থেকে পনেরো মিনিটের ডক্যুমেন্টারি ফিল্মে তুলে ধরা হয়। উদাহরণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি 'Kerala Folklore Museum & Theatre' সংগ্রহশালার প্রসঙ্গ। কয়েকটি ডক্যুমেন্টারি তাদের ওয়েবসাইট-এ আপলোড করেছে, এছাড়া ওয়েবসাইট অনুসন্ধান করলে ইউটিউবে সংগ্রহশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ডক্যুমেন্টারি পাওয়া যেতে পারে। সংগ্রহশালাগুলি এভাবেও তাদের পরিচিতিকে জনসমাজে তুলে ধরতে পারে।

খ. ওয়েবসাইট (Website) : ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরা সম্ভব। জাতিগোষ্ঠীগুলোর কৃষ্টি-ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দেশ ও দেশের বাইরে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে ওয়েবসাইটের কোন বিকল্প নাই। তাই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবি, ভিডিও, ডক্যুমেন্টারি এবং অন্যান্য তথ্যাদি যুক্ত করে একে অর্থবহ করে মানব মাঝে প্রদর্শন করতে হবে। বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর সহজ ও উপযোগী মাধ্যম হল ওয়েবসাইট। ভারতের একাধিক সংগ্রহশালা এই সুবিধা গ্রহণ করেছে এবং নিজেদেরকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

গ. ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী ব্যবস্থা গ্রহণ : ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীতে কোন যানবহন বা অন্যান্য মাধ্যমে সংগ্রহশালার বিভিন্ন উপাদানকে নানা সম্ভারে সাজিয়ে তুলে সংগ্রহশালাটিকে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। সংগ্রহশালায় সবাই আসতে পারেন না বা বিভিন্ন কারণে আসা সম্ভব হয় না। সে কারণেই সংগ্রহশালার ভ্রাম্যমান ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি ফলপ্রসু। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের' কথা। বর্তমানে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম 'মিউজিয়াম অন হুইল' ব্যবস্থা চালু করেছে। এই পরিষেবা এর আগেও চালু ছিল, মাঝে কিছুদিন বন্ধ ছিল। এর মূল লক্ষ্য হল শিক্ষা বিষয়ক বেশ কিছু উপাদান ভ্রাম্যমান বাসে করে গ্রামগঞ্জের নানা জায়গায় দেখানো হবে। প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সুবিধা বাসে রাখা হয়েছে। পাওয়ার পয়েন্ট-এর ব্যবহার, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ঝলক বাসের মধ্যে থাকবে। সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঐতিহাসিক সমস্ত নির্দশনগুলি এই বাসে রাখা হবে। থাকবে বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের সঙ্গে জড়িত নানা সংগ্রহ ও হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলিও, যা স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হবে। ফলে সংগ্রহশালায় না এসেও গ্রাম-শহরতলির মানুষ ভারতীয় সংগ্রহশালার সংগ্রহ দেখতে পাবেন। এই ধরনের ব্যবস্থাপনায় নবীন প্রজন্ম ও অন্যান্যদের কাছে সংগ্রহশালার গুরুত্ব ও সেটিকে রক্ষা করার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করা যায়।

ঘ. মুদ্রণ মাধ্যম (Print Media) : সংগ্রহশালার নিদর্শন নিয়ে বহুকৌণিক গবেষণা লেখা-লেখি, সংশ্লিষ্ট বিষয় নির্ভর বুলেটিন, জার্নাল ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি প্রকাশের মাধ্যমেও সংগ্রহশালা শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ধরনের প্রকাশনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে দেশের ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে মৌলিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করে।

০৫. লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা : শিক্ষামূলক অন্যান্য কর্মবিধি : বর্তমানে সংগ্রহশালা কেবলমাত্র বর্তমান ও অতীতের মধ্যে একটা সংযোগসূত্র গড়ে তোলার সঞ্চয় গৃহই নয়, বরং এটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত, যা মানব জীবনের সামগ্রিক দিক তুলে ধরতে সক্ষম। সেই সাথে সংগ্রহশালা সমাজের শিল্প-সংস্কৃতি-অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সংগ্রহশালাগুলির অন্যতম কাজ হল দর্শকদের নান্দনিক অভিজ্ঞতার তৃষিত দৃষ্টি পূরণ করা। সংগ্রহশালাগুলি নিদর্শন সংগ্রহ-সংরক্ষণ-প্রদর্শনের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আজও সম্পূর্ণ করে আসছে। এই কর্মের পাশাপাশি জ্ঞানান্বেষণের চাহিদা মেটাতে সংগ্রহশালা সংগঠকগণ সংগ্রহশালা ও সংগ্রহশালা সংশ্লিষ্ট নানাবিধ পঠন-পাঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করে। বর্তমানে সংগ্রহশালায় পরিদর্শনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করলেও আধুনিক সংগ্রহশালা সকলের জন্য উন্মুক্ত, পূর্বে তেমনটা ছিল না। মানুষের অবাধ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল। অনেকে বৃহত্তর অর্থে আধুনিক সংগ্রহশালাকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলে চিহ্নিত করে থাকেন। সংগ্রহশালায় আগত সকল দর্শনার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন পাঠ্যসূচী ও শিক্ষকের প্রয়োজন নেই, সংগ্রহশালায় আগ্রহীরা স্বেচ্ছাধীনভাবে (Free choice learning) জ্ঞানান্বেষণ করতে পারে। দর্শনার্থীরা প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানার মাধ্যমে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে। এখানেই নিহিত রয়েছে সংগ্রহশালা পরিদর্শনের সার্থকতা।

আধুনিক সংগ্রহশালা প্রকৃতপক্ষে সময়ের প্রতিবিম্ব এবং সমাজের ক্রমবিকাশের ধারার পরিচায়ক। সুতরাং সংগ্রহশালাকে বহুবিধ ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। সমাজ-সভ্যতার বিনির্মাণ এবং প্রকৃতির সংরক্ষণেও সংগ্রহশালাকে গ্রহণ করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উপরিউক্ত শিক্ষামূলক কার্যাবলীর পাশাপাশি একটি লোকজীবন-কেন্দ্রিক সংগ্রহশালা নিম্নলিখিত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে:

- সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত নিদর্শন সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, কেননা দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং শিল্প-সাহিত্য নিয়ে গবেষণামূলক কাজকর্মও সংগ্রহশালার আওতায় পড়ে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নিদর্শন সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সংগ্রহশালার বহুমাত্রিক দিক নিয়ে ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতামালার আয়োজন করা।
- দেশের জনগণকে ঐতিহ্য সচেতন করে তুলতে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের প্রণয়ন।
- ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে প্রদর্শনের পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে শিক্ষামূলক বিভিন্ন মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংগ্রহশালাগুলির সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ঘটে বিভিন্ন তথ্য সন্নিবিষ্ট সংশ্লিষ্ট বিষয় নির্ভর গ্রন্থাগারের। বর্তমানে বিভিন্ন সংগ্রহশালাগুলি এমন ধরনের বিভিন্ন তথ্যের জোগান দিয়ে গবেষকদের ব্যপকভাবে সাহায্য করে।
- শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও শিক্ষার্থীদের বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা দিতে গড়ে তোলা যেতে পারে শিক্ষামূলক উপাদান নির্ভর (টিচিং এইডস) সংগ্রহশালা নামে শিক্ষা উপকরণ নির্ভর সংগ্রহশালা, যাতে করে শিক্ষার্থীরা সংগ্রহশালা ঘুরে শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে দেখে দেখে শিখতে পারে।
- সংগ্রহশালাগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে, যেমন আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, সিম্পোজিয়াম, বিশেষ বিশেষ প্রদর্শনী, শিশুদের দিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। কখনও কখনও 'ডকুমেন্টারি ফিল্ম শো' এবং বিশেষ দিবসের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী উপস্থাপন করা হয়। এই বিষয়গুলিকে আরোও বেশিকরে 'ডিজিটালাইজড' ও দর্শক মনোগ্রাহী করতে হবে।

- সংগ্রহশালার ভিতরেই সংগ্রহশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স, যেমন সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা আরোও অন্যধরনের কোর্সের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

০৬. মূল্যায়ন: সংগ্রহশালার কার্যাবলী 'Interdisciplinary Approaches'-র বিকাশ ঘটায়। জ্ঞানের বহুমাত্রিক জানালা খুলে দেয়। এখানে জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে প্রদর্শনের পাশাপাশি শিক্ষামূলক বিভিন্ন মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংগ্রহশালাগুলির দেশ ও দশের মহতী উদ্দেশ্যকে সাধন করে চলেছে। বর্তমানে এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ঘটেছে বিভিন্ন approaches-র। সংগ্রহশালা সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বিদ্যাশাখা জন্ম নিয়েছে। সংগ্রহশালা সংক্রান্ত চর্চাকে 'Museology' বলা হয়। এই সূত্রে স্বতন্ত্র বিদ্যাশাখা প্রতিষ্ঠিত লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সংগ্রহশালাবিদ্যার (Museology) আন্তর্বিদ্যামূলক সম্পর্ক সূত্র 'Interdisciplinary Approaches'-কে আরোও সুগঠিত করেছে। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-চর্চার অন্যতম শিক্ষণীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংগ্রহশালার গুরুত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। মিশ্র সংস্কৃতির দেশ ভারত। মাল্টিকালচারের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সংস্কৃতি অধ্যয়নের প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংগ্রহশালার ভূমিকা আগের চেয়ে আরোও বেড়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সংগ্রহশালা দর্শন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। সংগ্রহশালাগুলি পরিদর্শনের ফলে পাঠ্যপুস্তকে পঠিতব্য ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ ঘটে। ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই সংগ্রহশালায় আসা উচিত। কেবল শিক্ষার্থীরাই নয়, নানা বয়সের মানুষের আগমন কাম্য। সংগ্রহশালা সব বয়সের মানুষের চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা ধারণ করে। তাই ছোট ছোট বাচ্চাকে মা-বাবার হাত ধরে যেমন ঘুরতে দেখা যায় এখানে, তেমনি দেখা যায় প্রবীণ গবেষকদেরও। তাছাড়া বিভিন্ন সংগ্রহশালা আজ নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের কোর্সের আয়োজন করে সংগ্রহশালাচর্চাকে আরোও গতি দান করেছে। সংগ্রহশালা বিভিন্ন ঐতিহ্যমূলক উপাদান প্রদর্শনের পাশাপাশি যে অভিকরণমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তা যেমন মনোহরকর তেমনি অত্যন্ত শিক্ষণীয় উপাদান মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

০৭. উপসংহার : সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য চর্চার ব্যপ্তি বা পরিধি ব্যাপক। সংগ্রহশালাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে এই চর্চা পৃথক মাত্রা পেয়েছে। যদিও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র (Cultural Studies Centre) গড়ে ওঠে ইংলণ্ডের উনিশ শতকের ষাটের দশকে। উত্তরোত্তর (Day by day) সংস্কৃতিকেন্দ্রিক চর্চা বা অধ্যয়ন সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং বহুমাত্রিকভাবে সেই চর্চা আন্তঃবিদ্যাশৃঙ্খলার রূপ নিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠা পাবার পথে। সংগ্রহশালাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে সাংস্কৃতিক চর্চা আন্তঃবিদ্যাশৃঙ্খলার রূপকে প্রতিষ্ঠা দেবার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চার ব্যাপকতা ও গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। পাঠক্রম-বিন্যাসে সংস্কৃতি নির্ভর পাঠক্রম সৃজন লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য (Cultural heritage) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য চর্চা (Study of Cultural heritage) সাংস্কৃতিক স্বরকে (Cultural voice) তুলে ধরে। লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনকেন্দ্রিক সংগ্রহশালাগুলি দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাসকে ধারণ করে থাকে। জনগণ এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্র পরিদর্শন করে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস নির্ভর জ্ঞান লাভ করে, বিভিন্ন সমধর্মী উপাদানের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্কসূত্র গড়ে তোলে, কিভাবে দেশীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করা হবে এমন নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ রয়েছে। কেবলমাত্র একটা স্থানে বসেই আমরা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির সারবত্তাকে (Substance) দেখতে ও জানতে পারি। তাই লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনকেন্দ্রিক সংগ্রহশালা অধ্যয়নকে বাদ দিয়ে সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য (Cultural heritage) চর্চা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি আজ একবিংশ শতকে মানুষকে সামগ্রিক ভাবে (Holistic) জানতে সংস্কৃতি তথা সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য (Cultural heritage) অধ্যয়ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. মণ্ডলকলকাতা ,ঐতিহ্য দি ট্র্যাডিশন ,প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ - লোকসংস্কৃতিচর্চায় সংগ্রহশালা ,২০১০ ,সুজয় কুমার , : সেন্টার ফর ফোকলোর স্টাডিজ এণ্ড রিসার্চ।
2. হক ,মাহবুবুলজাদুঘর ,২০০৭ ,: জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি শিক্ষা কেন্দ্রঢাকা ,বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী ,: বাংলাদেশ ফোরাম ফর এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট এণ্ড বি সি.এ.আর. বি ডি।.ই.আই.ইউ.
3. Mahmud, Firoz, 1993, Prospects of Material Folk Culture Studies and Folklife Museums in Bangladesh, Dhaka: Bangla Academy.

সহায়ক গ্রন্থ:

1. মণ্ডলকলকাতা ,ঐতিহ্য দি ট্র্যাডিশন ,প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ - লোকসংস্কৃতিচর্চায় সংগ্রহশালা ,২০১০ ,সুজয় কুমার , : সেন্টার ফর ফোকলোর স্টাডিজ এণ্ড রিসার্চ।
2. হকজাদুঘর ,২০০৭ ,মাহবুবুল ,: জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি শিক্ষা কেন্দ্র ,বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকীঢাকা ,: বাংলাদেশ ফোরাম ফর এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট এণ্ড বিডি.ই.আই.ইউ.সি বি.এ.আর.।
3. Gibbs, Kirsten, Margherita Sani, Jane Thompson, 2007, Lifelong Learning in Museums A European Handbook, Italy: EDISAI srl - Ferrara.
4. Jeyaraj, Dr. V., 2005, Museology Heritage Management, Chennai: Director of Museums Government Museum.
5. Lain, Jyotindra, 1988, *The Crafts Museum, New Delhi*, Museum, Vol XL (No 157), Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
6. Mahmud, Firoz, 1993, Prospects of Material Folk Culture studies and Folklife Museums in Bangladesh, Dhaka: Bangla Academy.
7. Patrick J. Boylan (Editor and Coordinator), 2004, Running a Museum: A Practical Handbook, France: International Council of Museums (ICOM).
8. Talboys, Graeme K., 2005, Museum Educator's Handbook, England: Ashgate Publishing Limited.
9. Mandal, Sujay Kr., 2005, Importance of Folk Museum and Archive: A Case study of Folk
10. Museum of Kalyani University, Department of Folklore: A Profile (Ed), Kalyani: Department of Folklore, University of Kalyani.

Thesis:

Kolovos, Andy, 2010, Archiving Culture: American Folklore Archives in Theory and Practice, Indiana University (Doctor of Philosophy Thesis: in the Department of Folklore and Ethnomusicology).

Website:

http://megartsculture.gov.in/mus.htm, viewed on 03.02.2017.
https://www.dravidianuniversity.ac.in/dept-folklore.php, viewed on 03.02.2017.
https://www.dravidianuniversity.ac.in/dept-folklore.php, viewed on 03.02.2017.
http://www.keralafolkloremuseum.org/about.php, viewed on 05.02.2017.
http://www.gurusadaymuseum.org/, viewed on 05.02.2017.
http://www.youtube.com/embed/k5GMpUxMR6k?rel=0&wmode=transparent, viewed on
10.02.2017.
http://khaboronline.com/news/state/museum-on-wheel-the-new-service-of-indian-museum/,
viewed on 10.02.2017.
http://www.uttaranbarta.com/site2/?p=73323, viewed on 10.02.2017.